দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 SEP 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বিশ্ববিদ্যাল

সৈয়দ আলি

যেকোন সুস্থ ব্যক্তি স্বীকার করবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখানোর জায়গা নয়। সরকারী অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে না আইন সম্মত অধিকার ছাড়া। এটা সভ্যতার একটা বড় স্বীকৃতি। উপরন্তু যে আইনের অধিকার নিয়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে তা সুসভ্য আইন হতে হবে। স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মতামত প্রকাশকে বাধা দেবার জন্য তারা সভ্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কখনও প্রবেশ করবে না।

যেখানে সরকারী অস্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে বেআইনী অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। একথা সবাই স্বীকার করে। কিন্তু তবুও বে-আইনী অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করছে। ক'জনের কাছে অস্ত্র আছে কেউ জানে কিনা জানি না। কাদের কাছে আছে, তাও জানে কিনা জানি না। কিন্তু জানা অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন ও অজানাকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। কথাগুলো যত সহজে বলেছি, তাকে বাস্তবে পরিণত করা ততো সহজ নয়। তবে এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করবো।

প্রথমে একটা কথা বলে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্য অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি থেকে মুক্ত হবে। তবে রাজনীতিকে অস্ত্র থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। সেই সংগে এই কথাও বলা প্রয়োজন যে, রাজনীতি করার ফলে ছাত্ররা বা ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ কোন অধিকার পাবে না। এই কথাটা কেন বললাম, তার কথা যথা সময়ে আসবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত করার দায়িত্ব কার? সহজ উত্তর নেই। হলে সমাধান সহজ হতো। তবে বোধ হয় বলা যায় যে, অস্ত্র-মুক্ত করার প্রাথমিক দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের। তাদের ভাইস চ্যান্সেলর আছেন এবং প্রভোষ্ট ও প্রক্টর আছেন। উপ-রন্তু শিক্ষক সমাজ আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব তাদের সবার। প্রতিপক্ষের কাছে পিস্তল-বোমা আছে বলে সে দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না। তার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। এটা তাদের চাকরির পেশাগত ঝুঁকি (occupational hazard)। এ ধরনের ঝুঁকি নিতে তাঁরা অভ্যস্ত নন। সে শিক্ষাদীক্ষা নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু সমস্যা যখন সামনে এসেছে, তাকে মোকাবেলা করা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি জানেন যে কাদের কাছে অস্ত্র আছে? সেক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার। এটা তাঁদের সম্পূর্ণ এখতিয়ার ভুক্ত। বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন ব্যবস্থায় রাস্টিকেট (rusticate) বলে একটা শব্দ আছে। তার মানে সকলকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এই শাস্তি অস্ত্রধারণের চেয়ে অনেক কম অপরাধের জন্য দেওয়া হয়। অস্ত্রধারণ করলে ওই ব্যবস্থা না নেবার কথা ওঠে না। তবে জেনেও যদি কাউকে অস্ত্রমুক্ত না করা হয় তার পেছনে একটা কারণ কাজ করছে। তা হচ্ছে ভয়। মানছি ভয়কে জয় করা কঠিন। কিন্তু না করেও তো উপায় নেই। করতে পারলে অস্ত্রধারী কুলাঙ্গাররা লেজ গুটিয়ে দৌড়াবে।

বলা বাহুল্য, অস্ত্রধারীর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা শেষ কথা হতে পারে না। বেআইনী অস্ত্র থাকা একটা মস্তবড় অপরাধ জন্য পুলিশে প্রয়োজন। কি নয় যে, অস্ত্রধারি থেকে বহিষ্কৃত রিপোর্ট বহিষ্ক ও অন্যান্য জরুরী

বিশ্ববিদ্যাল শৃংখলা পুনঃ প্র কর্তৃপক্ষের ছা অধিকার প্রতি প্রয়োজনীয় পদ আজকাল চর দ বাস দখল ও ত করা হয়। অধিকার ছাত্রে তার মানে এই বানাবার জন্য করবে। এই বিদ্যালয় কর্ত করার কথা। বিদ্যালয়ে আই স্থাপন করতে

বিশ্ববিদ্যাল ও শৃঙ্খলা প্রতি কঠোর ব্যবস্থা শান্তিপ্রিয় ছাত্র ও শ্রদ্ধা অর্জন

আমাদের অবস্থা বিচরণ প্রেক্ষিতে আ ফিরিয়ে আনা পদক্ষেপ নেও যদি বিশ্ববিদ হয় তাহলে সে ওপর পড়ে। না হওয়ার দ বিশ্ববিদ্যালয় কার দায়িত্ব এ সেই সঙ্গে বলা সরকারের অ করার একটা অ অঙ্গ। বিশ্ববি

সংবাদ : ৩

লুক্সেমবার্গ ভিত্তিক

ইইসি-র খাদ্য সাহ প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহ

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জন-সাধারণকে ক্ষুধা ও অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর একটি বিশেষ খাদ্য সাহায্য কর্মসূচী রয়েছে। এ কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্ব ইইসি কমিশনের ওপর ন্যস্ত। এক তদন্ত রিপোর্টে জানা গেছে, এ খাদ্য সাহায্য কর্মসূচী আসলে তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত জনগণের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এক অনন্য নজির।

'কোর্ট অব অডিটরস্' নামে ইইসি-র একটি সংস্থা। তৃতীয় বিশ্বে ইইসি-র খাদ্য সাহায্য কর্মসূচীর ব্যাপারে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে সম্প্রতি সাহায্য হিসেবে নষ্ট হয়ে যাওয়া বাজে খাদ্য-সামগ্রী দেয়া, বিলম্বে চালান পাঠানো, জালিয়াতি ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার বহু গোপন ঘটনা উন্মোচিত করেছেন।

ইইসি কমিশনের অর্থনৈতিক বিষয়াদি তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত কোর্ট অব অডিটরস জানিয়েছে, ইইসি-র খাদ্য সাহায্য-প্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সফর করে তারা ৯০টি এমন ধরনের ঘটনার একটি তালিকা তৈরী করেছেন যে ঘটনাগুলো ব্যর্থতা, অনিয়ম ও অব্যবস্থার অনন্য নজির। উল্লেখ্য, এ বছর ইইসি-র ৪১ কোটি ৮০ লাখ পাউণ্ডের সাহায্য কর্মসূচীর আওতায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও খাদ্য সাহায্য পাচ্ছে।

'কোর্ট অব অডিটরস'-এর তদন্তে প্রকাশিত সবচেয়ে সাংঘা-তিক ঘটনাগুলোর একটি হচ্ছে মান সংক্রান্ত পরীক্ষা কড়ি করার দাবী জা এতে বলা হয়: খা সংক্রান্ত বিধি বিধানে ক্ষমতাহীনতা এবং সাহা প্রত্যাশিত মান না থা এত বেশী ঘটছে যে, আর নিছক দুর্ঘটনা বি ক্রমে ঘটে গেছে বলে যায় না।

১৯৮১ সাল থে সালের মার্চের মধ্যে মাট ২২টি দেশে গি তদন্ত করে দেখেছেন। মধ্যে ১৪টি দেশ চালান পেয়েছে। সাহায্যসামগ্রীর নিম্নমানের ব্যাপারটি এবং প্রতি বছরই ঐ নিম্নমানের সামগ্রী হচ্ছে।

বেশ কয়েকটি এ নাম রিপোর্টে উল্লেখ ক

ইউরোপীয় অর্থনৈ সাহায্য কর্মসূচীর হিসেবে বাংলাদেশ

যেসব দেশে উপর্যুপরি সাহায্য সামগ্রীর চালা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উ হয় বাংলাদেশের কথা প্রায় প্রতিবছরই বাংলা ত্রুটিপূর্ণ নিম্নমানের সা পাঠিয়েছে। ইন্দোনেশি থেকে ১৯৮৩ সাল প প্রতিবছর ত্রুটিপূর্ণ